হ্যাঙ্গেলা.bdnews24.com

সাংবাদিকতার সহজ পাঠ

সহযোগিতায়

unicef

সাংবাদিকতার সহজ পাঠ

শিশুকিশোরদের জন্য

সাংবাদিকতার সহজ পাঠ

ISBN: 978-984-93089-1-1

©bdnews24.com

প্রথম প্রকাশ: মার্চ ২০১৩
পরিবর্ধিত সংস্করণ: সেপ্টেম্বর ২০১৭

গ্রন্থনা
বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম সম্পাদনা পর্ষদ

সার্বিক তত্ত্বাবধান
মুজতবা হাকিম প্লেটো

বিন্যাস
মোতাসিম বিল্লাহ পিন্টু

অলংকরণ
কারু তিতাশ

আলোকচিত্র
মোস্তাফিজুর রহমান, আসাদুজ্জামান প্রামাণিক, তানভীর আহাম্মেদ,
আবদুল মান্নান, সৈকত ভদ্র ও শিশুসাংবাদিকরা

প্রকাশক
বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম
১৭ মহাখালী বা/এ, রেড ক্রিসেন্ট কনকর্ড টাওয়ার, ১৮ তলা, ঢাকা ১২১২

সহযোগিতায়
unicef

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশের ভৌত বা ইলেক্ট্রনিক প্রতিলিপি তৈরি করা যাবে না। বইটির পাইরেটেড কপি চোখে পড়লে প্রকাশককে জানাবার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আমাদের জনসংখ্যার বড় একটা অংশ, শতকরা প্রায় ৪০ জনই শিশু। সংবাদমাধ্যমে শিশুবিষয়ক সংবাদের পরিমাণ সে তুলনায় অনেক কম। বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম দায়িত্ব সচেতন সংবাদমাধ্যম হিসেবে এই চিত্রে পরিবর্তন আনতে আগ্রহী। আমরা সেই ২০০৭ সাল থেকে বাংলা ভাষায় শিশুদের জন্য প্রথম সাইট kidz.bdnews24.com চালু করি। এর সাড়ে পাঁচ বছর পর আন্তর্জাতিক শিশু তহবিলের কাছ থেকে প্রস্তাব আসে শিশুদের জন্য, শিশুদের নিয়ে সংবাদসেবা চালুর। জন্ম হয় 'হ্যালো'— বাংলাভাষায় শিশুদের প্রথম সংবাদসেবা সাইট। এখানে শিশুরাই সংবাদের আকারে নিজেদের কথা বলে। বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের দায়িত্ব এক্ষেত্রে সহায়কের; 'সাংবাদিকতার সহজ পাঠ' বইটি এর প্রথম ধাপ। শিশুদের পাঠোপযোগী হলেও শিশুদের মধ্যে এর পাঠক সীমাবদ্ধ থাকেনি।

বই রচনায় কাজ করেছেন অভিজ্ঞ সাংবাদিকরা এবং সম্পাদনা করেছেন শিশুদের বই রচনায় বিশেষজ্ঞরা। বইটি শিশুরা ছাড়াও, মাঠ পর্যায়ে যারা এই কার্যক্রমের আওতায় শিশুদের প্রশিক্ষণ দেবেন তাদের কাজে লাগবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। তবে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এধরণের বই কেবল কিছু সাধারণ ধারণাই দিতে পারে। যেকোনো স্তরের সাংবাদিকতায় পর্যবেক্ষণ, অধ্যয়ন এবং কাণ্ডজ্ঞান প্রয়োগের বিকল্প নেই। পাঁচ বছরে প্রমাণ মিলেছে, শিশুরা এই তিন ক্ষেত্রে আমাদের দেশের 'পেশাদার' সাংবাদিকদের থেকে খুব একটা পিছিয়ে নেই।

আশা করি, বইটির পাঠ আনন্দদায়ক ও কার্যকর হবে। আপনাদের যেকোনো পরামর্শ সাদরে বিবেচিত হবে এবং নতুন সংস্করণে তা সংযোজন করা হবে।

তৌফিক ইমরোজ খালিদী
প্রধান সম্পাদক, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

সাধারণ ঘটনা

খবর

সব খবরই খবর না!

প্রতিদিন আমরা কত কত খবর জানি। কখনও খবর পাই, ক্রিকেট খেলায় কেউ শত রান করেছেন। কখনও খবর পাই, আজ দোকানপাট বন্ধ থাকবে। কখনও বা খবর পাই, কেউ সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে হাত ভেঙেছে। সব খবরের গুরুত্ব সমান নয়। কোনো কোনো খবর পত্রপত্রিকায়, টেলিভিশনে বা ইন্টারনেটে আসে। কোনো কোনো খবর আমরা কেবল পরিচিত গণ্ডিতেই আলাপ করি। কোনো কোনো খবর অনেক দিন মনে থাকে। কিংবা নানা প্রয়োজনেই মনে রাখতে হয়। আবার কোনো কোনো খবর দিন শেষে হারিয়ে যায়। মনে রাখবার দরকার পড়ে না। দুই দেশের ভেতর ক্রিকেট খেলা যত বড় খবর, দুই পাড়ার ভেতর খেলা অত বড় খবর নয়। সুতরাং খবরের ছোট-বড় আছে।

পত্রপত্রিকায়, টেলিভিশনে বা ইন্টারনেটে বিভিন্ন সংস্থা যেসব খবর দেয় সেগুলো আর যেকোনো খবর না, বিশেষ ধরনের খবর। সাধারণত এসব জায়গায় এমন সব খবরই দেওয়া হয় যেগুলো অনেক মানুষের জানা প্রয়োজন, বা যেগুলোতে অনেক মানুষের আগ্রহ আছে। তাই পাশের পাড়ার সঙ্গে খেলার খবর পত্রিকায় আসে না। কারণ সেটা অনেক মানুষ জানতে চায় না। কিন্তু পাশের দেশের সঙ্গে খেলার খবর পত্রিকায় আসে, কারণ দেশের সবাই কমবেশি সে খেলার খবরের খুঁটিনাটিসহ জানতে চায়। অনেক মানুষের জন্য প্রচার করা এসব খবর বা সংবাদ আসলে কী, এই বইয়ে আমরা তা জানার চেষ্টা করব। শুধু তাই নয়, খবর বা সংবাদ চেনার, জানার এবং লিখে, বলে বা ছবি তুলে আরও অনেক মানুষকে জানানোরও রয়েছে বেশ কিছু রীতিনীতি। সাংবাদিকদের মানা সেসব রীতিনীতিও আমরা বোঝার চেষ্টা করব।

হ্যালো... একটা খবর জানাতে চাই

আমরা শিশুকিশোর। আমরা চাই আমাদের বড় খবরগুলো অনেক মানুষ জানুক। শিশুকিশোরদের নিজেদের যত ভালো থাকা, খারাপ থাকা ইত্যাদি পত্রিকা, রেডিও, টিভিতে খুব একটা আসে না। বড়রা অনেক সময় ভুলে যান আমাদের অধিকারের কথা। ভুলে যান আমাদের ভালোমন্দের কথা। তাই আমরাই সাংবাদিকতার রীতিনীতিগুলো জেনে নিয়ে তৈরি করব খবর বা সংবাদ। ইন্টারনেটের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেব সারা বিশ্বে। এই বইয়ে তাই আমরা জানব খবর বা সংবাদ কী করে লিখতে হয়, আর কী করে তা প্রকাশ করতে হয় ইন্টারনেটে। বইটি আমাদের সাংবাদিকতার সহজপাঠ।

bdnews24.com-এ আমাদের খবর লেখার ও জানার সাইট hello.bdnews24.com। আমাদের খবরগুলো সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার আগে একটু তৈরি হয়ে নিই। জেনে নিই সাংবাদিকতার গোড়ার যত কথা।

সাংবাদিকতা কী

সাংবাদিক খবর দেন। খবর দিতে তিনি রেডিও, টিভি, ছাপানো পত্রিকা বা ইন্টারনেটকে বেছে নেন। এগুলো প্রত্যেকটিই একেকটি 'গণমাধ্যম'। গণমাধ্যমের মাধ্যমে জনগণ দরকারি খবরগুলো পায়। কিন্তু একজন সাংবাদিক চাইলেই যেকোনো খবর প্রকাশ করতে পারেন না। তাকে বেশ কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। তিনি তার দেখা বা জানা অনেক ঘটনা থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ বেছে নেন। ঘটনাটি খবর হতে পারে এই কারণে যে সেটি একসঙ্গে অনেক মানুষের কথা বলে বা অনেক মানুষ সেটি জানতে চায়। তিনি তার **সংবাদে কোনো কথা বানিয়ে বলতে পারবেন না।** তিনি চেষ্টা করবেন তার সংবাদে যাতে একটুও ভুল না থাকে। শুধু তাই না, তিনি সব সময় চেষ্টা করবেন, যে ঘটনাটি তিনি খবরের মাঝে বলছেন সেটি যেন অর্ধেক গল্প না হয়, পুরো গল্প হয়। সংবাদ লেখার আগেই ঠিকঠাক জেনে নিতে হবে ঘটনার সব দিক। আর এই জেনে নেওয়াটাও কিন্তু সহজ না। যেমন আমাদের কোনো একটি চেনা রাস্তার বাতিগুলো সন্ধ্যা থেকে জ্বলছে না। এক্ষেত্রে, শুধু বাতি জ্বলছে না বললেই কিন্তু সংবাদটি সম্পূর্ণ হয় না। মানুষের জানার ইচ্ছা থাকবে কেন জ্বলছে না, কখন থেকে জ্বলছে না বা কবে নাগাদ ঠিক হবে এসব। এসব তথ্য নিয়েই কেবল একটা পূর্ণাঙ্গ সংবাদ লেখা যায়। একটা সংবাদ তখনই পুরোপুরি সংবাদ হবে যখন যিনি সেটা শুনছেন, দেখছেন বা পড়ছেন তখন তিনি তার মনের প্রশ্নগুলোর মোটামুটি উত্তর পাবেন। আবার এটাও মাথায় রাখতে হবে, অনেক সময় একটা ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই জানা যায় না ঘটনাটি কেন ঘটেছে বা জানা যায় না ঘটনাটি কে ঘটিয়েছে। হয়তো কোনো একটা উপজেলা বা ইউনিয়ন বা গ্রামের বড় এলাকাজুড়ে ক্ষেতের ধানগাছ মরে যাচ্ছে। কেন মরে যাচ্ছে সেটা এখনও বের করা যায়নি। কিন্তু এরপরও সেটি খবর। কারণ তা অনেক মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িত। আর অনেক মানুষ এই খবরটি জানতেও চায়। সুতরাং যখনই জানা যাচ্ছে কোনো একটা জায়গায় ধানগাছ মরে যাচ্ছে, তখনই সেটা খবর। অবশ্যই এটুকু বলেই আমরা থেমে থাকব না। আপাতত এতটুকু জানিয়েই আমরা জানার চেষ্টা করব এ রকম কেন ঘটছে। সাংবাদিকরা সবসময়ই এমনটা জানার চেষ্টা করেন।

খবর কখন খবর হয়ে ওঠে

সাংবাদিকরা তখনই একটা খবর দেবেন যখন তা-

- অনেক মানুষের এখনও অজানা
- অনেক মানুষকে জানানো প্রয়োজন
- অনেক মানুষ জানতে চায়

তাহলে, আমাদের বিদ্যালয়ের সামনের রাস্তাটি যদি ভাঙা হয় আর তাতে আমাদের যাতায়াতের অসুবিধা হয় তখন সেটা কি খবর? আমরা তো সবাই জানি যে রাস্তাটা ভাঙা। আমাদের জন্য হয়তো এটা খবর নয়। কিন্তু আরো অনেক মানুষ সেটা জানে না। তাহলে কি সেটা খবর? না, তাও নয়। কারণ এটা হয়তো অনেক মানুষের জানার প্রয়োজনই নেই। আমাদের মাধ্যমে ইন্টারনেটে সারা বিশ্বের মানুষ জানতে পারবে যে একটা রাস্তা ভাঙা। কিন্তু তারা তো ওই রাস্তা দিয়ে কখনও যাবে না। তাই প্রশ্ন আসতে পারে, তাদের এ খবর জানার প্রয়োজন কী?

আবার দেখা যাবে, যারা এ রকম একটা খবর পড়ছেন, তারা হয়তো ঐ রাস্তা দিয়ে কখনও যাবেন না, কিন্তু ঠিকই জানতে চান আমাদের দেশের রাস্তাঘাটের অবস্থা এখন কেমন। তাদের জন্য এই রাস্তার বিষয়টি এক ধরনের খবর। তাই বলা যায়, একটা খবর তখনই গণমাধ্যমের সংবাদ হতে পারে, যখন সেটি উপরের তিনটি শর্তের যে কোনোটি ভালোভাবে পূরণ করে। আর সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ যেটি এই তিনটি শর্তের তিনটিই পূরণ করে। তিনটি শর্তকে এবার একটু অন্যভাবে লেখা যাক।

SCHOOL

খবরের তিন শর্ত

একটা খবর গণমাধ্যমের সংবাদ তখনই হয়ে উঠবে যখন সেটি–

- **নতুন**
- **দরকারি**
- **আগ্রহ জাগায়**

আরও একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। পাশের কারখানার কালো ধোঁয়া আমাদের বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে ঢুকে যাচ্ছে। এতে ছাত্র শিক্ষক সবাই কষ্ট পাচ্ছে। কারখানার মালিককে অনুরোধ করেও লাভ হয়নি। এখন আমরা ভাবি এই খবরটা কি নতুন? আমরা ভাবতে পারি, এটা তো অনেক দিন ধরেই হচ্ছে, এসব আর নতুন কী? কিন্তু না, যারা আমাদের সংবাদ পড়ে এটা জানবেন তাদের জন্য কিন্তু এটা নতুন খবর। আবার ভাবি, এটা কি দরকারি? যারা পড়বেন তাদের জন্য হয়তো সরাসরি দরকারি না, কারণ আমাদের শ্রেণিকক্ষে তাদের আসার প্রয়োজন পড়বে না। কিন্তু যারা কালো ধোঁয়ায় ভুগছেন তাদের জন্য কিন্তু বাকিদের জানানোটা খুব দরকারি। এ ধরনের খবর প্রকাশ পেলেই আমাদের জনপ্রতিনিধি আর সরকারের যারা দায়িত্বে আছেন তারা ভালো করে জানতে পারবেন ঘটনাটা। দেশের অন্যান্য জায়গাতেও যদি এ ধরনের ঘটনা ঘটে তখন সেসব জায়গার মানুষেরাও নিজেদের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারবেন। আর এতে করে অনেক মানুষ ছাত্র-শিক্ষকের এই কষ্টের কথা জেনে ব্যবস্থা নেবেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এই খবরটা নতুন ও দরকারি।

কিন্তু আরেকটা জিনিসও তো আমাদের ভাবতে হবে। খবরটা কি আগ্রহ জাগায়? যেমন সাকিব আল হাসানের মতো ব্যক্তিদের বিয়ে নিয়েও মানুষের আগ্রহ থাকে। তাই তার বিয়ের খবরেরও সংবাদমূল্য আছে।

বাক্যের মতোই খবর!

সাংবাদিকরা সাধারণত সেসব খবরই দেন যেগুলোতে মানুষের আগ্রহ আছে। আবার তাদের সংবাদ লেখার সময় এটাও মাথায় রাখতে হয়, যেন কিছুদূর পড়েই পাঠক পুরো খবরটি পড়ার আগ্রহ পান। একটা খবরকে সে রকম করে লিখতে হলে তাই আরও কিছু বিষয় মাথায় রাখতে হবে।

ভালোভাবে লেখা একটা সংবাদ ঠিকই পাঠকের আগ্রহ ধরে রাখতে পারবে। বিষয়টা ব্যাখ্যার জন্য আমরা একটু বাংলা ব্যাকরণের সাহায্য নিই। আমরা অনেকেই পড়েছি বা পড়ব একটা বাক্যকে সার্থক হতে হলে তার তিনটি গুণ থাকা চাই। এগুলো হচ্ছে

- **আকাঙ্ক্ষা**
- **যোগ্যতা**
- **আসত্তি**

কী বোঝায় এই শব্দগুলো দিয়ে?

আকাঙ্ক্ষা মানে জানার ইচ্ছা। একটা বাক্যে যদি আমরা যেকোনো একটি কথা পুরোপুরি বুঝতে না পারি, মানে, ঐ বাক্য শুনে আমাদের জানার ইচ্ছা পূরণ না হয় তাহলে তা কোনো বাক্যই নয়। যেমন, **'আমাদের উপজেলায় প্রতি একশ শিশুর ১৬ জনই'**। এটা কিন্তু বাক্য নয়। কারণ আমাদের জানার আকাঙ্ক্ষা, **'আমাদের উপজেলায় প্রতি একশ শিশুর ১৬ জনই'**... কী করে বা কী

বলে। বা সেই ১৬ জন কীভাবে বাকিদের থেকে আলাদা ইত্যাদি। সুতরাং বাক্যটি হতে পারে **'আমাদের উপজেলায় প্রতি একশ শিশুর ১৬ জনই পুষ্টির অভাবে ভোগে'** বা **'আমাদের উপজেলায় প্রতি একশ শিশুর ১৬ জনই মজুর'** ইত্যাদি।

বাক্যের আরেকটি গুণকে বলে আসত্তি। মানে আমরা যেসব শব্দ বাক্যে ব্যবহার করছি সেগুলো উল্টোপাল্টাভাবে এলে হবে না। যেমন, **'না ছুটির হাসপাতালে দিনে গিয়ে পাওয়া ডাক্তার যায়'**–এটি একটি এলোমেলো বাক্য। এর আসত্তি নেই। ঠিক বাক্যটি হতে পারত **'ছুটির দিনে হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তার পাওয়া যায় না'**।

বাক্যের আরও একটি গুণ 'যোগ্যতা' থাকার অর্থ হল বাক্যটি যৌক্তিক কি না। যেমন, **'সরকারি বালক বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা এ বছর খুব ভালো ফল করেছে।'** এই বাক্যটি কিন্তু একটা কথা পুরোপুরি বলছে, কিন্তু ভুল বলছে। সরকারি বালক বিদ্যালয়ে তো কেবল ছাত্ররা পড়ে, ছাত্রীরা না। তাই বাক্যটিতে যোগ্যতা নাই। ঠিক বাক্যটি হতে পারত **'সরকারি বালক বিদ্যালয়ের ছাত্ররা এ বছর খুব ভালো ফল করছে'**। কিংবা ছাত্র বা ছাত্রী কোনোটিই ব্যবহার না করে আমরা বলতে পারতাম, **'সরকারি বালক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা'**। তাই যা বলছি সেটায় যুক্তি আছে কি না বারবার ভেবে নেব।

সুতরাং ঠিকঠাক খবর মানেই...

মনে রাখতে হবে, একটি বাক্যের মতোই একটি সংবাদকে একদম ঠিকঠাক হতে হলে এটিকে হতে হবে–

- **সম্পূর্ণ**
- **সঠিকভাবে সাজানো**
- **যৌক্তিক**

এই ঠিকঠাক করে নেওয়ার কাজটিকেই বলে সম্পাদনা। এখন আমরা খবর সম্পাদনা করার প্রক্রিয়াটি বোঝার চেষ্টা করব। পরের সংবাদটি দেখি (এটি নানা দিক দিয়ে ভুল)

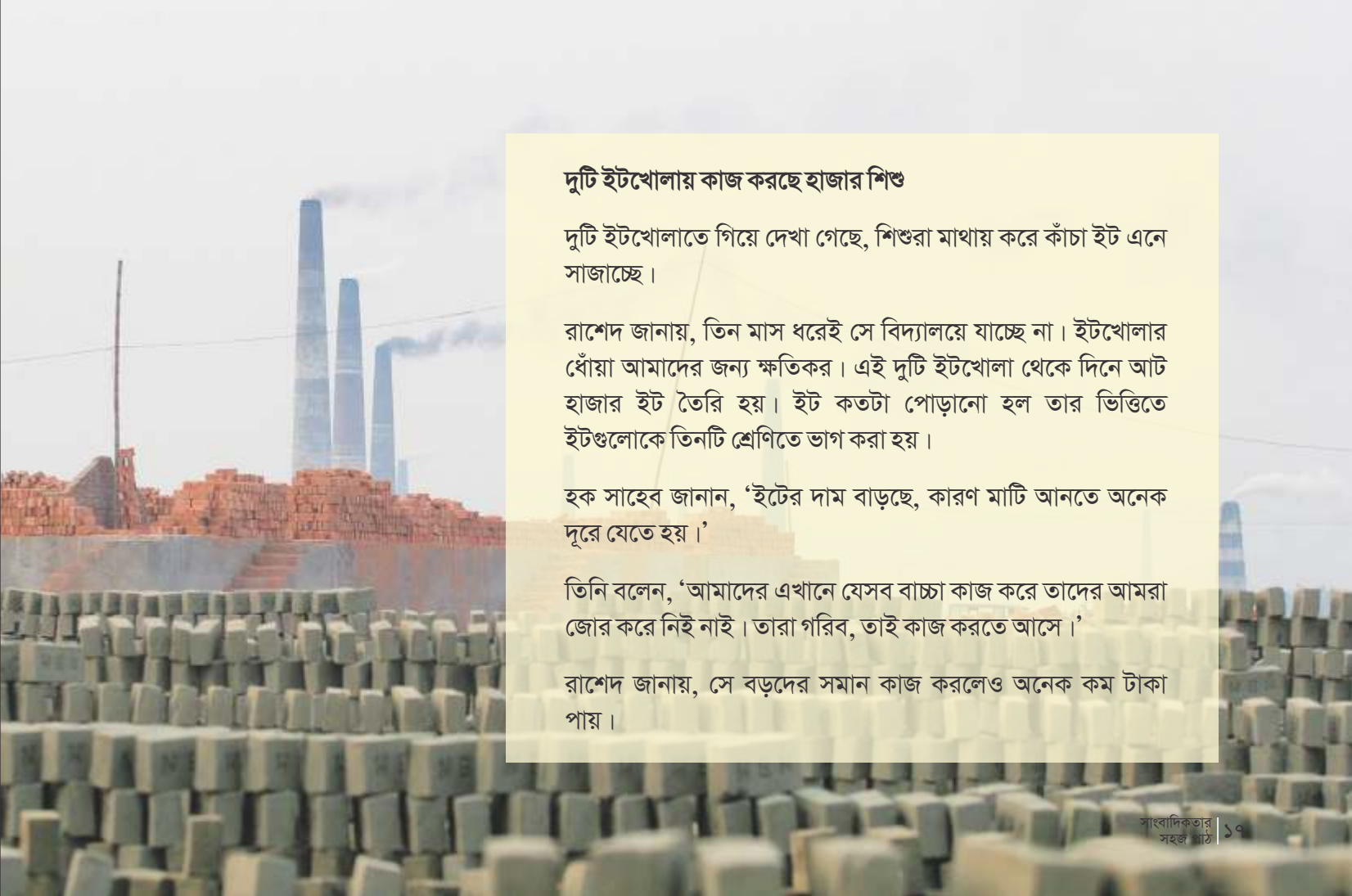

দুটি ইটখোলায় কাজ করছে হাজার শিশু

দুটি ইটখোলাতে গিয়ে দেখা গেছে, শিশুরা মাথায় করে কাঁচা ইট এনে সাজাচ্ছে।

রাশেদ জানায়, তিন মাস ধরেই সে বিদ্যালয়ে যাচ্ছে না। ইটখোলার ধোঁয়া আমাদের জন্য ক্ষতিকর। এই দুটি ইটখোলা থেকে দিনে আট হাজার ইট তৈরি হয়। ইট কতটা পোড়ানো হল তার ভিত্তিতে ইটগুলোকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়।

হক সাহেব জানান, 'ইটের দাম বাড়ছে, কারণ মাটি আনতে অনেক দূরে যেতে হয়।'

তিনি বলেন, 'আমাদের এখানে যেসব বাচ্চা কাজ করে তাদের আমরা জোর করে নিই নাই। তারা গরিব, তাই কাজ করতে আসে।'

রাশেদ জানায়, সে বড়দের সমান কাজ করলেও অনেক কম টাকা পায়।

উপরের সংবাদটি নানা কারণে সম্পাদকের কাছে ঠিক নেই বলে মনে হয়েছে। প্রথমেই দেখা যাক, সংবাদটি কি 'সম্পূর্ণ'? না। আমরা এটি পড়ে কোনোভাবেই জানতে পারছি না কোথাকার ইটখোলা নিয়ে সংবাদটি লেখা হয়েছে; হয়তো এই দুটি মধুপুর নামের একটি জায়গায় অবস্থিত। তাহলে আমাদের অবশ্যই জানাতে হবে মধুপুর জায়গাটির নাম। দুটি নাম পাওয়া যাচ্ছে, 'রাশেদ' আর 'হক সাহেব'। তাদের পরিচয় জানা যাচ্ছে না। তারা কারা? তাদের পুরো নামই-বা কী? শুধু রাশেদ বা হক সাহেব তো সাধারণত কারও নাম হয় না। হতে পারে তাকে হয়তো 'হক সাহেব' ডাকা হয়। কিন্তু সংবাদে আমরা তার ভালো নামটাই দেব। এ রকম আরও অনেক প্রশ্নই হয়তো এটি পড়ে পাঠকের মাথায় আসবে। অর্থাৎ সংবাদটিতে পুরোপুরি পাঠকের জানার যে আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা সেটি পূরণ হয়নি। তাই এটি সঠিকভাবে লেখা সংবাদ নয়।

এটিকে একটু ঠিকঠাক করে নেওয়া যাক।

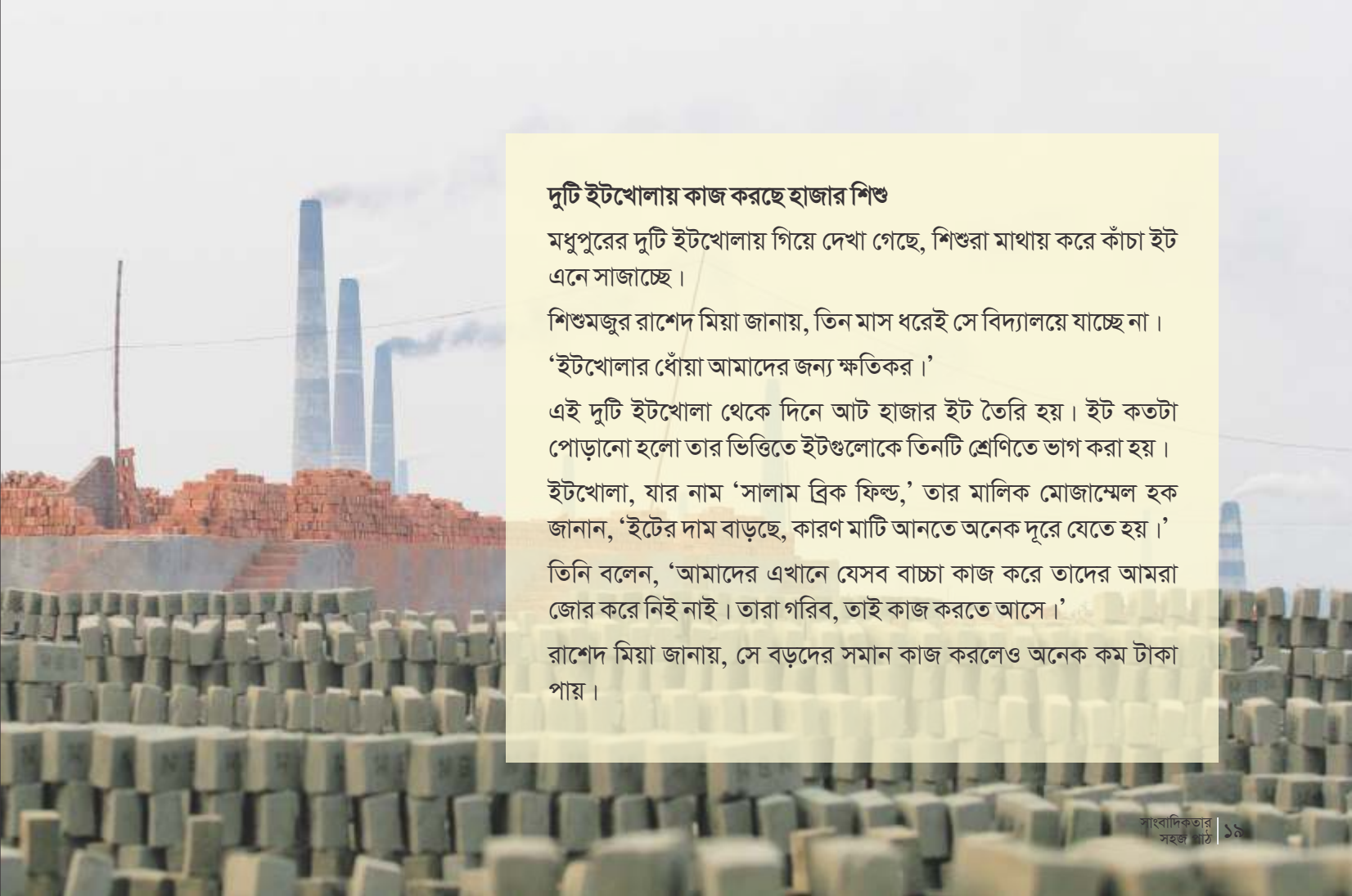

দুটি ইটখোলায় কাজ করছে হাজার শিশু

মধুপুরের দুটি ইটখোলায় গিয়ে দেখা গেছে, শিশুরা মাথায় করে কাঁচা ইট এনে সাজাচ্ছে।

শিশুমজুর রাশেদ মিয়া জানায়, তিন মাস ধরেই সে বিদ্যালয়ে যাচ্ছে না।

'ইটখোলার ধোঁয়া আমাদের জন্য ক্ষতিকর।'

এই দুটি ইটখোলা থেকে দিনে আট হাজার ইট তৈরি হয়। ইট কতটা পোড়ানো হলো তার ভিত্তিতে ইটগুলোকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়।

ইটখোলা, যার নাম 'সালাম ব্রিক ফিল্ড,' তার মালিক মোজাম্মেল হক জানান, 'ইটের দাম বাড়ছে, কারণ মাটি আনতে অনেক দূরে যেতে হয়।'

তিনি বলেন, 'আমাদের এখানে যেসব বাচ্চা কাজ করে তাদের আমরা জোর করে নিই নাই। তারা গরিব, তাই কাজ করতে আসে।'

রাশেদ মিয়া জানায়, সে বড়দের সমান কাজ করলেও অনেক কম টাকা পায়।

কিছুটা ঠিকঠাক করার পরও (মিলিয়ে দেখি উপরের অনুচ্ছেদ আর প্রথম দেওয়া অনুচ্ছেদ দুটি) এতে সমস্যা রয়ে গেছে। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে সংবাদটি ঠিকঠাকভাবে সাজানো নয়। মানে, কোন কথার পরে কোন কথা বলতে হবে সেটি যিনি লিখেছেন তিনি একদম খেয়াল রাখেননি।

প্রথমেই বলছেন ইটখোলায় গিয়ে কী দেখেছেন। তারপর কোনো পরিচয় না দিয়েই রাশেদ মিয়া নামের একজন শিশুমজুর সম্পর্কে একটি তথ্য দিয়েছেন। তারপর লিখেছেন ইটখোলা যে ক্ষতিকর সেকথা। কেন ক্ষতিকর, কতটা ক্ষতিকর এসব কিছুই জানাননি। তারপরেই আবার ইটখোলার বর্ণনা দিয়েছেন– দৈনিক কত ইট হয়, কত রকম ইট হয়, ইটের দাম কেন বাড়ছে ইত্যাদি।

যে বিষয় নিয়ে এই সংবাদ; অর্থাৎ শিশুশ্রম, সে বিষয়ে কোনো কথাই নেই। তারপর একটি ইটখোলার মালিক মোজাম্মেল হকের মন্তব্য জানিয়েছেন। অনেকক্ষণ পরে, এই মন্তব্যে এসে পাওয়া গেল শিশুমজুরদের বিষয়ে কিছু কথা। এরপর রাশেদের দেওয়া আরেকটি তথ্য দিয়ে হুট করে সংবাদটি শেষ হয়ে গেল। সবকিছুই কেমন এলোমেলো। এবার চেষ্টা করা যাক এই এলোমেলো ব্যাপারটা দূর করা যায় কি না।

সংবাদের বাক্যগুলো নতুনভাবে সাজিয়ে এবং কিছু নতুন বাক্য যোগ করে এমনভাবেও লেখা যায়–

দুটি ইটখোলায় কাজ করছে হাজার শিশু

মধুপুরের দুটি ইটখোলায় কাজ করছে শিশুমজুর। দুটি খোলায় গিয়ে দেখা গেছে, শিশুরা মাথায় করে কাঁচা ইট এনে সাজাচ্ছে।

এই দুটি ইটখোলা থেকে দিনে আট হাজার ইট তৈরি হয়। ইট কতটা পোড়ানো হলো তার ভিত্তিতে ইটগুলোকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। ইটের দাম বাড়ছে, কারণ মাটি আনতে অনেক দূরে যেতে হয়।

ইটখোলায় কাজ করে বলে শিশুরা পড়াশোনা করতে পারছে না।

শিশুমজুর রাশেদ মিয়া জানায়, তিন মাস ধরেই সে বিদ্যালয়ে যাচ্ছে না।

'বালু আর চিমনির ধোঁয়ার মধ্যে থেকে শিশুদের শরীরও খারাপ হয়ে পড়ছে।'

ইটখোলার ধোঁয়া শুধু শিশুদের নয়, সবার জন্যই ক্ষতিকর।

রাশেদ মিয়া জানায়, সে বড়দের সমান কাজ করলেও অনেক কম টাকা পায়।

এ বিষয়ে সালাম ব্রিক ফিল্ডের মালিক মোজাম্মেল হককে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'শিশুরা কম কাজ করে, তাই তারা কম টাকা পায়।'

'শিশুদের দিয়ে কাজ করান কেন?' এ প্রশ্নের জবাবে মোজাম্মেল হক বলেন, 'আমাদের এখানে যেসব বাচ্চা কাজ করে তাদের আমরা জোর করে নিই নাই। তারা গরিব, তাই কাজ করতে আসে।'

এবার আগের চেয়ে কিছুটা ভালো হলেও রয়েছে এলোমেলো ভাব। যেমন, শিশুদের কথা দিয়ে শুরু করেও তাদের বিষয়ে কথা বলা বন্ধ করে লেখক ইটখোলায় কত ইট তৈরি হয়, ইট কত রকম, ইটের দাম কেন বাড়ছে-এসব তথ্য দেওয়া শুরু করেছেন। এটা আসল খবর বুঝতে আমাদের কোনোভাবেই সাহায্য করে না। তাই এগুলো মুছে ফেললেও ক্ষতি নেই। বরং লাভ। কারণ, **সংবাদমাধ্যমে অনেক অনেক খবর ছাপাতে হয় বলে, আর মানুষের হাতে অফুরন্ত সময় নেই বলে, সংবাদে ঠিক তাই বলতে হয়, যা প্রাসঙ্গিক।** যেসব কথা বাদ দিলেও চলে সেগুলো বাদ দিলেই ভালো।

ধরা যাক, ইটখোলা বিষয়ক অদরকারি তথ্যগুলো আমরা বাদ দিয়ে দিলাম, তাতেও কি এটি ভালোভাবে লেখা সংবাদ হয়ে উঠবে? সম্ভবত না। কারণ, এতে কিছু অযৌক্তিক বিষয় আছে। যেমন, শিরোনামেই লেখা 'হাজার শিশু'। মাত্র দুটি ইটখোলাতে কি 'হাজার' শিশুর কাজ করা সম্ভব? সাংবাদিক হয়তো গুনে নিলে দেখতেন, ওই দুই ইটখোলায় কাজ করে এমন শিশুর সংখ্যা ৫০-এর কাছাকাছি। ৫০ জন শিশুর কাজ করাও অনেক বড় ব্যাপার, কিন্তু ৫০ আর 'হাজার' নিশ্চয়ই এক নয়। সুতরাং ভালো শিরোনামটি হতে পারে এমন– 'মধুপুরের ইটখোলায় কাজ করছে প্রায় ৫০ জন শিশু' বা এমন– 'মধুপুরের ইটখোলায় কাজ করছে অর্ধশত শিশু'। আবার সংবাদটির শেষের দিকে মালিক মোজাম্মেল হকের একটি উক্তি রয়েছে। 'শিশুরা কম কাজ করে,

তাই তারা কম টাকা পায়’। যদিও এই উক্তিটি সাংবাদিক করেননি। তার উচিত ছিল খতিয়ে দেখা, শিশুরা কি আসলেই কম কাজ করে? আর শিশুরা যদি কম কাজই করে, তাহলে কেন তাদের কাজে নেয় মালিকরা? এ রকম প্রশ্নগুলোর ঠিকঠাক উত্তর না থাকলে একটি সংবাদ তার যৌক্তিকতা হারাতে পারে। এই সংবাদটিও তেমন। কীভাবে একটি সংবাদকে যৌক্তিকভাবে সঠিক রাখা যায়?

আসলে এর নানা উপায় আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে ভালোটি হচ্ছে প্রচুর প্রশ্ন করা। সংবাদ লেখার সময় এই প্রশ্নগুলো নিজেকেই করতে হবে। যেমন, উপরের সংবাদটিই লিখতে গেলে নিজেকে নানা প্রশ্ন করতে হবে। যেমন নিচের প্রশ্নটি–

শিশুরা কেন পড়ালেখা বাদ দিয়ে এ রকম ঝুঁকিপূর্ণ কাজ বেছে নিচ্ছে? এ নিয়ে শিশুরাই বলতে পারে। আরও বলতে পারেন শিক্ষক আর অভিভাবকরা। সুতরাং এই প্রশ্নের জবার খুঁজতে প্রথমে নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে, তারপর প্রশ্ন করতে হবে বাকি সবাইকে। এতে অনেকেরই মতামত জানা যাবে। মোটামুটি একটা ধারণা পাবেন পাঠকেরা।

একজন সম্পাদক সাংবাদিকের কাছ থেকে আরও তথ্য নিয়ে পরের নমুনার মতো করে এই একই সংবাদ সাজাতে পারতেন:

মধুপুরের ইটখোলায় প্রায় অর্ধশত শিশুমজুর

সদর উপজেলার গ্রাম মধুপুরে দুটি ইটখোলায় কাজ করছে প্রায় ৫০ জন শিশুমজুর। তারা সারাদিন বড়দের সমান খেটেও অনেক কম টাকা পাচ্ছে।

শনিবার দুটি ইটখোলায় গিয়ে দেখা গেছে, শিশুরা মাথায় করে কাঁচা ইট এনে সাজাচ্ছে। ট্রাকে ইট ওঠানোর মতো ভারি কাজও করানো হচ্ছে তাদের দিয়ে।

ইটখোলায় কাজ করা এই শিশুরা পড়াশোনা করে না। শিশুমজুর রাশেদ মিয়া জানায়, তিন মাস ধরে সে এই কাজ করছে। কাজ শুরুর পর থেকে সে আর বিদ্যালয়ে যাচ্ছে না।

সে জানায়, বালু আর চিমনির ধোঁয়ার মধ্যে কাজ করে শিশুদের শরীর খারাপ হয়ে পড়েছে।

আরও কয়েকজন শিশু জানাল, তারা সবাই শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। এসব অসুখ তাদের আগে ছিল না।

দেশে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ, তবু 'শিশুদের দিয়ে কাজ করান কেন' এমন প্রশ্ন করা হয় সালাম ব্রিক ফিল্ডের মালিক মোজাম্মেল হককে।

তার দাবি, তিনি কাজ দিয়ে এই গরিব শিশুদের উপকার করছেন।

'আমাদের এখানে যেসব বাচ্চা কাজ করে তাদের আমরা জোর করে নিই নাই।'

শিশুদের কম পারিশ্রমিক দেওয়া নিয়ে তিনি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

মধুপুরের দুটি ইটখোলাতে দিনে আট হাজার ইট তৈরি হয়।

টাটকা ঘটনার সংবাদ

যে সংবাদটি দিয়ে সম্পাদনার প্রক্রিয়াগুলো আমরা দেখলাম, সেখানকার ঘটনাটি কিন্তু বেশ কিছু দিন ধরেই চলছে। খবরটি চলতি বা চলমান, কিন্তু সে অর্থে টাটকা নয়। যখন কোনো খবর মাত্রই ঘটল, বা ঘটা শুরু হয়ে এখনও চলছে সে রকম খবরকে আমরা টাটকা খবর বলতে পারি।

অন্যান্য খবরে তো বটেই, বিশেষ করে টাটকা খবরে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো, শুরুতেই নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর জানিয়ে দেওয়া:

- **কে?**
- **কী?**
- **কেন?**
- **কখন?**
- **কোথায়?**
- **কীভাবে?**

এই তথ্যগুলো দুই বাক্যে ভাগ করেও লেখা যায়। যদি কোনো ব্যক্তিকে নিয়ে ঘটনা হয়, তবে তার পরিচয়ও বলা যেতে পারে। এরপর ঘটনাটি কে জানাচ্ছেন তার নিজের কথা। তবে তিনি যেন দায়িত্বশীল লোক হন সেদিকে নজর রাখতে হবে।

এরপর ঘটনার বিস্তারিত কাহিনিটি বলা যেতে পারে। কে বা কারা জানাচ্ছে তার উল্লেখও থাকতে হবে।

সংবাদের শেষে ঘটনার অন্য কোনো বাড়তি তথ্য থাকলে লেখা যেতে পারে।

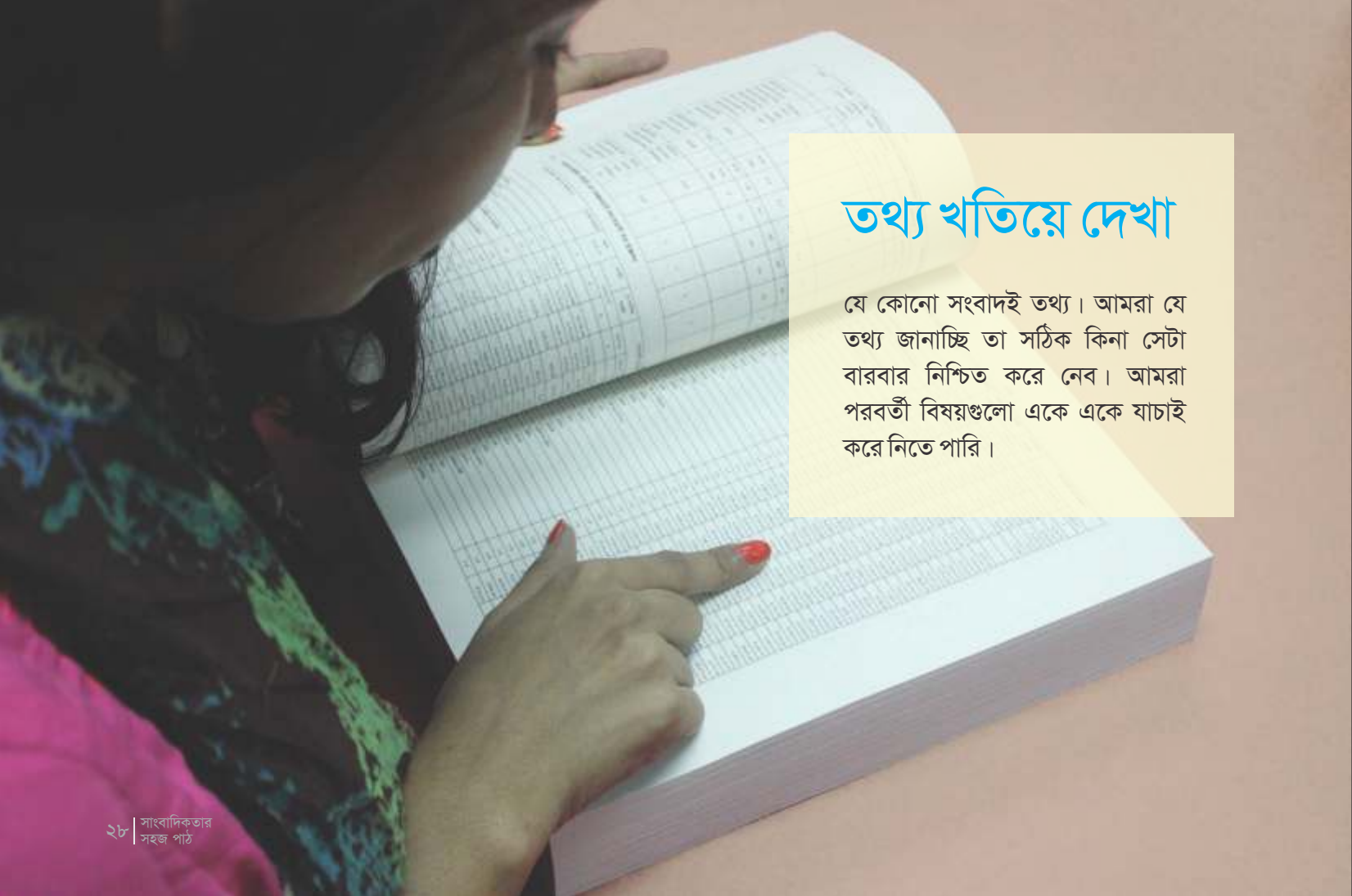

তথ্য খতিয়ে দেখা

যে কোনো সংবাদই তথ্য। আমরা যে তথ্য জানাচ্ছি তা সঠিক কিনা সেটা বারবার নিশ্চিত করে নেব। আমরা পরবর্তী বিষয়গুলো একে একে যাচাই করে নিতে পারি।

তথ্যটি কোথায় পেলাম?

কোনো কোনো তথ্য আমরা অন্য কোনো উৎস থেকে জোগাড় করব। কোনো কোনো তথ্য আমরা নিজেরাই জানব।

যেসব তথ্য অন্যদের কাছ থেকে পাব সেগুলোর একটা উদাহরণ–

উপজেলায় মোট কতটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে? আমাদের জানতে হবে এই তথ্য কোথায় পাওয়া যাবে। এটি বিদ্যালয়বিষয়ক তথ্য, সেহেতু এই তথ্য দিতে পারবেন যারা শিক্ষা নিয়ে কাজ করেন তারা। আমরা যেতে পারি উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে, যেতে পারি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে বা বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানে। যারা শিক্ষা নিয়ে কাজ করেন তাদের কাছ থেকেও জেনে নেওয়া যায়। এই একই তথ্য আমাদের যে কোনো ব্যক্তিই দিতে পারেন। কিন্তু **যে কোনো ব্যক্তি বললেই আমরা তার দেওয়া তথ্য মেনে নেব না। এর অর্থ এই নয় যে আমরা ঐ ব্যক্তিকে বিশ্বাস করছি না।** কিন্তু সাধারণত অনেক তথ্যের জন্য সরকারি বা বেসরকারিভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত, মানে ঐ তথ্য যার পেশার সঙ্গে জড়িত, এমন লোককে খুঁজে পাওয়া যাবে। তিনিই এ বিষয়ে সবচেয়ে ভালো বলতে পারবেন। আবার কোনো বইয়েও তথ্যটি পাওয়া যেতে পারে। ইন্টারনেটও তথ্য জানার চমৎকার একটি মাধ্যম। কিন্তু সবচেয়ে ভালো হয়, দায়িত্বশীল কারও সঙ্গে কথা বলে তথ্যটি সংগ্রহ করা।

যেসব তথ্য আমরা নিজেরাই জেনে নিতে পারি তার একটি উদাহরণ হচ্ছে–

ধরা যাক কোনো একগ্রামের একটি বিদ্যালয়ে দুটি শ্রেণিকক্ষ রয়েছে।

এই তথ্য আমরা নিজেরাই গুনে বলতে পারব। এর জন্য অন্য কারও সাহায্যের প্রয়োজন নেই।

তথ্যটি কে দিচ্ছেন?

যেমনটা উপরে বলা হয়েছে, সংবাদ লেখার জন্য যে কারও কাছ থেকেই তথ্য নেওয়া যাবে না। তথ্যটি কে দিচ্ছেন সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের জানতে হবে **যিনি তথ্যটি দিচ্ছেন তিনি কেন ঐ তথ্য দেওয়ার সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি।**

যেমন, নদীতে মাছ কমে যাওয়ায় জেলেদের সমস্যা হচ্ছে। এখন নদীতে মাছ পাওয়া যাচ্ছে কিনা সেটা ঐ নদীতে মাছ ধরেন এমন জেলেরা বলতে পারবেন, অন্য কেউ না। আবার, নদীতে কী ধরনের মাছ পাওয়া যায়–এসব বিষয়ে সবচেয়ে ভালো বলতে পারবেন এই এলাকার মৎস্যসম্পদ নিয়ে কাজ করেন এমন ব্যক্তিবর্গ। একজন ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার তাদের নিজেদের কাজের ক্ষেত্রে দখল থাকলেও, এই বিষয়ে বলার জন্য তারা সঠিক ব্যক্তি নন।

তথ্যটি যিনি দিচ্ছেন তার স্বার্থ

একটা কথা মনে রাখতে হবে, আমাদের যিনি তথ্য দিচ্ছেন তিনি তার দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও তথ্য দিতে পারেন। সেটা সবসময় সঠিক হবে না। যেমন ধরা যাক, জেলা হাসপাতালে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিশু-চিকিৎসক নেই। শিশুদের কঠিন অসুখে তারা শিশু-বিশেষজ্ঞের সাহায্য পাচ্ছে না। এমনটি হতে পারে, শিশু বলেই তারা ডাক্তারদের অবহেলার কারণ হচ্ছে। এক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলব। কিন্তু তাদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, শিশুরা কি হাসপাতালে অবহেলিত? তারা

হয়তো তাদের জায়গা থেকে বলবেন, 'না, মোটেই না।' আমরা কিন্তু এতেই সন্তুষ্ট থাকতে পারছি না। কারণ হাসপাতাল যারা চালান তারা হয়ত শিশুদের স্বার্থ না দেখে নিজেদের স্বার্থ দেখছেন বা নিজেদের দোষ দেখতেই পাচ্ছেন না। সুতরাং এক্ষেত্রে তারা সঠিক তথ্যদাতা নন।

আবার ধরা যাক, একটা পুকুরের মালিকানা নিয়ে দুই দল মানুষের মধ্যে ঝগড়া রয়েছে। আমরা এখন যদি যে কোনো এক দলের কাছ থেকে তথ্য নিই, খুবই সম্ভাবনা রয়েছে যে সেই দলটি আমাদের এমন তথ্য দেবে যেটি সঠিক না, কিন্তু তাদের স্বার্থ রক্ষা করবে। সুতরাং **আমরা যার কাছ থেকে তথ্য নিচ্ছি, তার স্বার্থ কী এমন প্রশ্ন মনে মনে ঠিক করতে হবে।** সঠিক তথ্যের জন্য চেষ্টা করতে হবে এমন লোকের কাছে যেতে যার স্বার্থ এই তথ্যের সঙ্গে জড়িত না এবং তিনি ঐ বিষয়ে জানেন, বোঝেন। সাধারণ মানুষও ঐ বিষয়ে তার কথাকে সঠিক মনে করে।

তথ্যটি আসলে মন্তব্য নয়তো?

সংবাদের সবকিছুই কিন্তু তথ্য নয়। কিছু কিছু মন্তব্য। একই বিষয় নিয়ে তথ্য যেমন থাকতে পারে, তেমনি থাকতে পারে মন্তব্যও। নিচের বাক্য দুটি খেয়াল করি–

১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক শাস্তি বন্ধে নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
২. 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের মারা ঠিক নয়,' বলেন স্থানীয় শিক্ষক জনাব ক।

এখানে প্রথম বাক্যটি একটি তথ্য। এটি কে কী মনে করল তার উপর নির্ভরশীল নয়। অর্থাৎ বিদ্যালয়ে শারীরিক শাস্তি নিয়ে যে যাই মনে করুক, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নেওয়া এই উদ্যোগের ঘটনাটা সত্য। সেটা দায়িত্বশীল কারও সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। কিন্তু স্থানীয় শিক্ষক জনাব ক যা বলছেন সেটা তার মনের কথা। এটা সবার মনের কথা না। সবাই এতে একমত না-ই হতে পারেন। সুতরাং দ্বিতীয় বাক্যটি স্থানীয় শিক্ষক জনাব ক-এর একটি মন্তব্য, কোনো তথ্য না।

বক্তব্যটি কি দাবি?

কোনো কোনো বক্তব্য আবার দাবি। অর্থাৎ কেউ এমন একটা বক্তব্য দিলেন যেটা নিয়ে অন্য কারও সন্দেহ থাকতে পারে। যেমন ধরা যাক, একজন ইউনিয়ন পরিষদ সভাপতি বললেন, তার এলাকায় কোনো প্রতিবন্ধী শিশু নেই। এই কথাটা অনেকেই মেনে নিতে পারবেন না, কারণ বাংলাদেশে এমন একটি ইউনিয়ন তো দূরের কথা, সম্ভবত এমন কোনো গ্রামও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে একটাও প্রতিবন্ধী শিশু নেই। সুতরাং তার এই বক্তব্য সন্দেহের বাইরে নয় এবং অন্য যে কেউ একে নাকচ করতে পারেন বলে এই বক্তব্যটিকে আমরা দাবি বলতে পারি। আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যাক।

কোনো একটা বিদ্যালয়ের মাঠে হয়তো একটা চাপকল আছে। কাছের একটা বিদ্যালয়ের শিশুরা পানির জন্য ঐ চাপকলের উপরই নির্ভরশীল। কিন্তু শিশুরা অভিযোগ করেছে, স্থানীয় এক ব্যক্তি ঐ চাপকলটি দখল করে রেখেছেন। এখন ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হলে হয়তো তিনি বললেন, আমি জানিই না এ রকম একটা চাপকল আছে। অর্থাৎ তিনি সোজাসুজি অস্বীকার করলেন। এক্ষেত্রে, যেহেতু তার এই বক্তব্যটি অনেকেই, বিশেষ করে যে শিশুরা তার নামেই অভিযোগ করেছে, মেনে নিতে পারবে না, সেহেতু এই বক্তব্যটি কিন্তু একটা দাবি। আমাদের লিখতে হবে, জনাব খ দাবি করেন যে এ ধরনের কোনো চাপকলের কথা তার জানা নেই।

বক্তব্যটি কি অভিযোগ?

আগের উদাহরণটিতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য করি। শিশুরা বলেছে, একজন ব্যক্তি তাদের চাপকল দখল করে রেখেছে। এটা ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ। কিন্তু এটাকে তথ্য বলা যাবে না। কারণ, আমরা এখনও জানি নাই, আসলেই ঐ ব্যক্তি এটা দখল করে রেখেছে কিনা। বা হতেই পারে, ঐ চাপকলের সত্যিকারের মালিক ঐ ব্যক্তিই। সুতরাং কাজটা খারাপ হলেও, ঐ লোককে আইনত দায়ী করা যাবে না। এসব ক্ষেত্রে, যখন আরেকজন ব্যক্তিকে দোষ দেওয়া হচ্ছে, সেই দোষারোপ যদি কোনো আদালতে প্রমাণিত না হয়, আমাদের সবসময়ই বক্তব্যটিকে 'অভিযোগ' হিসেবে উল্লেখ করতে হবে। অর্থাৎ আমরা লিখতে পারি, শিশুরা অভিযোগ করে, জনাব খ তাদের বিদ্যালয়ের চাপকলটি দখল করে রেখেছেন এবং পানি তুলতে দিচ্ছেন না।

অভিযোগের ক্ষেত্রে আরও একটি খুব জরুরি কাজ রয়েছে। **যার বিরুদ্ধে অভিযোগটি উঠেছে, তার বক্তব্যও আমাদের সংগ্রহ করতে হবে।** আমরা চেষ্টা করব অভিযুক্তের সঙ্গে কথা বলতে। যেমন, চলতি উদাহরণের ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি, এসব অভিযোগের জবাবে জনাব খ দাবি করেন, চাপকল বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না।

যদি এমন হয় যে জনাব খ আমাদের সঙ্গে কথাই বললেন না সেক্ষেত্রেও আমরা লিখব, এ বিষয়ে জনাব খ-এর মতামত জানতে চাওয়া হলেও তিনি আমাদের সঙ্গে কোনো কথা বলেননি। অর্থাৎ জনাব খ কিন্তু কখনও বলতে পারবেন না যে তার বিরুদ্ধে আমরা একতরফা লিখেছি। তাকে কোনো কথাই বলবার সুযোগ দিইনি। **একটি আদর্শ সংবাদে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় তাকে কথা বলবার সুযোগ অবশ্যই দিতে হবে।**

খবরের ভিডিও

ভালো ছবি মানুষের মনে গেঁথে থাকে। তাই ছবি বা ভিডিও-তে করা খবরও মনে থাকে। তাই বলে সব খবর কি মনে থাকে? না। ছবি/ভিডিও খুব ভালো হলেই তা মানুষের মন কাড়ে। আর ভালো ভিডিও করার বেশ কিছু নিয়ম কানুন আছে।

সাবজেক্ট

যা নিয়ে খবর সেটাই সাবজেক্ট। আর উদ্দেশ্য নিয়ে তোলা সব ছবিতেই থাকে একটা সাবজেক্ট, মানে ছবিটি যে বিষয়ের জন্য তোলা হচ্ছে সেটি। ছবিতে সাবজেক্ট ছাড়াও আরও অনেক কিছুই জায়গা পায়। সেগুলো সেই ছবির বলা যায় অবজেক্ট। তাই অন্য সবকিছুর চাইতে সাবজেক্টটা যেন দর্শকের বেশি নজর কাড়ে তা নিয়ে কিছু ভাবনা চিন্তা করতে হয়।

ফ্রেম

জানালা দিয়ে তাকালে বাইরের সবটা দেখা যায় না, কিছুটা দেয়ালের আড়ালে ঢাকা পড়ে। এখানে জানালাটা ফ্রেম। এপাশ ওপাশ সরলে বাইরের দৃশ্যটাও বদলে যায়। মানে যা দেখা যাচ্ছিল তাতে পরিবর্তন আসে।

ছবি তুলতে গেলেও সামনে যা আছে তার সবটা ছবিতে থাকে না। ঠিক করে নিতে হয় ছবিতে কতটা দেখানো হবে। মানে ফ্রেম ঠিক করতে হয়।

ফ্রেম ঠিক না হলে ছবি সুন্দর হয় না আবার সাবজেক্টটাও বোঝা যায় না।

ক্যামেরা বাঁকা ভাবে ধরায় মনে হতে পারে মানুষটা উপর দিকে হেঁটে যাচ্ছে। ছবিতে তটরেখাটি লাল লাইন বরাবর হলে ফ্রেমটি সঠিক হতো।

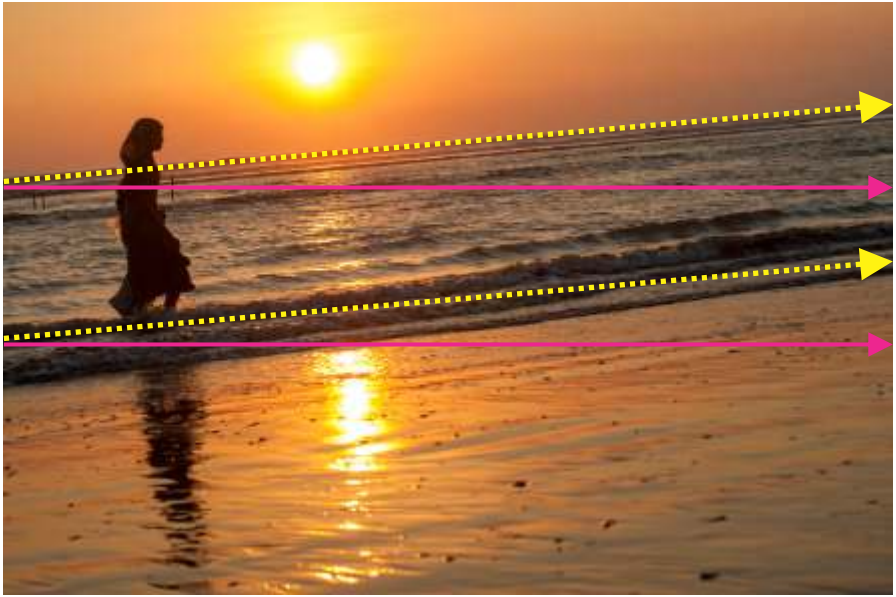

কম্পোজিশন

ফ্রেমের মধ্যে সাবজেক্ট আর অবজেক্টগুলো কীভাবে সাজানো সেটাই কম্পোজিশন। সিনেমায় পরিচালক সাবজেক্ট-অবজেক্টের কম্পোজিশন ইচ্ছে মতো সাজিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু খবরের ছবি যারা তোলেন তাদের সেই সুযোগ থাকে না। যেটা যেমন আছে সেভাবেই তাদের তুলতে হয়। তাই ছবি/ভিডিওকে সুন্দর করার জন্য এবং খবরের বিষয়টিকে স্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্য ফটোগ্রাফার নিজে নড়েচড়ে জায়গা বেছে নেন। মানে কোথা থেকে অথবা ক্যামেরাটা কীভাবে ধরে ছবি তুলবেন। কম্পোজিশনের মূল কথা- ছবিতে বা ভিডিওতে সাবজেক্ট সব চেয়ে বেশি গুরুত্ব পাবে।

ক্লোজ-আপ, মিডশট, লং শট

সাবজেক্টের কাছ থেকে বা দূরে সরে গিয়ে ছবি তোলা যায়। কাছ বা দূর থেকে ছবি তুললে সাবজেক্টকে যেভাবে দেখা যায় তার ভিত্তিতে শটের কয়েকটি নাম আছে।

লং শট

মিডশট

ক্লোজ-আপ

তিনভাগের নিয়ম

ছবিকে খাড়া ও আনুভূমিক সমান তিনভাগে কল্পনায় ভাগ করার নিয়ম এটি। এতে নয়টা সমান ভাগে ভাগ হয়ে যায় ছবিটা। ফলে ছবিতে স্থান পাওয়া সাবজেক্ট আর অবজেক্ট সাজাতে সুবিধা হয়।

ছবিতে দেখানো হলুদ বিন্দুগুলোতে দর্শকের আকর্ষণ সবচেয়ে বেশি। তাই ছবিতে সাবজেক্টটা যেন এই বিন্দুতে থাকে সেই চেষ্টা করা দরকার।

প্রকৃতির সীমা রেখাকে কাজে লাগালে ছবি সুন্দর লাগে। যেমন নদী ও আকাশ মিলে কোন ছবি তোলার সময় এর ব্যবহার হতে পারে। তবে আকাশ না পানি/মাটি কোনটা বেশি জায়গা পাবে তা নির্ভর করবে ছবিটি দিয়ে কী বলার চেষ্টা করা হচ্ছে তার উপর।

পাশের ছবিতে আকাশকে প্রাধান্য দিয়ে দুভাগ আকাশ আর এক ভাগ পানি দেখানো হয়েছে। আর উল্টোটা হলে পানির জন্য দুইভাগ জায়গা দেওয়াই ভালো। কোন ভাবে ছবি নেবে সেটা নির্ভর করে ছবির বিষয়বস্তু বা সাবজেক্টটা কী তার উপর।

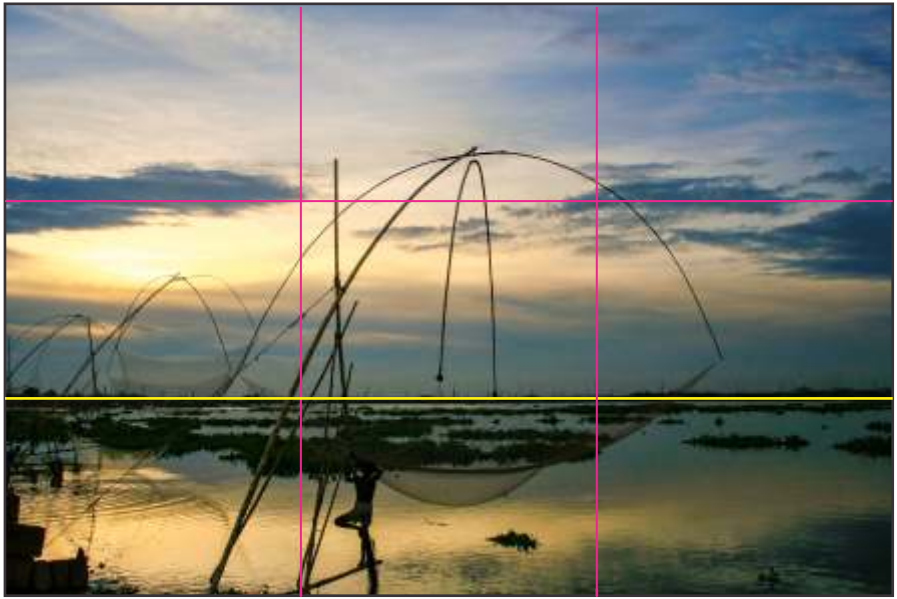

কোনো গতিশীল জিনিসের সামনে জায়গা দিতে হয়, এতে গতির অনুভূতিটা আরও স্পষ্ট হয়। অথবা ছবির মানুষটি যেদিকে তাকিয়ে আছে সেদিকে ফাঁকা অংশ বেশি রাখতে হয়।

কোনো কোনো ছবিতে সমান দুইভাগে ভাগ করে বিষয়কে সাজানো হয়। সাধারণত দুপাশের মাঝে মিল আছে এমন ছবি এভাবে তোলা হয়ে থাকে বেশি।

যার ছবি তোলা হচ্ছে সেটা যদি কোনো প্রাকৃতিক ফ্রেমে ধরা যায় তো দারুণ লাগে। ট্রেন-বাস-ঘরের জানালা, গুহার মুখ বা এমন কোনো প্রাকৃতিক ফ্রেম ছবির ফ্রেমের মধ্যে আরেকটা ফ্রেমের জন্ম দেয়।

ইংরেজি ‘S’ এর মতো বা সাপের মতো আঁকাবাঁকা কোন প্রাকৃতিক দৃশ্য পাওয়া গেলে তার ছবি বেশ ভালো হয়।

দৈর্ঘ আর প্রস্থে আমরা ছবিটা দেখি। কিন্তু বাস্তব জগৎটা দৈর্ঘ, প্রস্থ আর গভীরতা মানে তিন মাত্রার। তাই ছবিতে যেন গভীরতা অনুভব করা যায় তার দিকে মনযোগ দিতে হয়। সেটা ফুটিয়ে তুলতে ছবির সামনের, মাঝের এবং শেষের অংশে কোন কোন জিনিস থাকলে তা ফুটে উঠবে তা খুঁজে নিতে হয়।

রাস্তা, রেললাইন, দেয়াল, সিঁড়ি এমন অনেক কিছুর দৃশ্যে টানা লাইন দেখা যায়। এই লাইনগুলো ছবির কম্পোজিশনে খুব কাজে দেয়। এমন কয়েকটা ছবি দেখলে সহজেই বুঝবে।

ছবিতে সাবজেক্টের সঙ্গে তার পেছনের বা ব্যাকগ্রাউন্ড ভিন্ন হলে ছবিটা ফোটে বেশি। সেটা হতে পারে আলো-ছায়া বা রঙের পার্থক্য দিয়ে।

মনে রাখা ভালো

ভালো ছবি মানে মানুষের কাছে যেটা সুন্দর লাগে। তাই সব নিয়মকানুন ছাপিয়ে প্রধান কথাটাই হচ্ছে ছবিটায় বিষয়বস্তু সুন্দরভাবে ফুটেছে কিনা। ফলে নিয়মের বাইরে গিয়েও যেটা সুন্দর হয় তাই করতে হবে।

ভিডিও শটের ক্রম (সিকোয়েন্স)

ভিডিওতে একবার তোলা ছবিকে শট বলে। এমন কয়েকটা শট পরপর সাজিয়ে কোন বিষয়কে উপস্থাপন করাকে শটের ক্রম বা সিকোয়েন্স বলে। সিকোয়েন্সে শটগুলো সাজানোর সময় লংশট-মিডশট-ক্লোজআপ, এমন কাছের দূরের শট পরপর সাজালে সুন্দর লাগে।

লংশটে দূর থেকে বনের ছবি।

মিডশটে কাছাকাছি কয়েকটা হরিণ।

ক্লোজআপ-এ হরিণটি তাকিয়ে।

এই সব কয়টি শট মিলে একটা সিকোয়েন্স বা শটের ক্রম তৈরি হয়।

নানা রকম শট নিলে দর্শকের ভিডিওটা দেখতে ভালো লাগে। এলোমেলো শট পরপর জুড়ে দিলে কোন অর্থ ফুটে ওঠে না। তবে খবরের ভিডিও তুলতে গিয়ে পরিস্থিতির কারণে সব সময় রয়েসয়ে সুন্দর সিকোয়েন্সের জন্য নানা রকম শট নেওয়া সম্ভব হয় না। কখনো কখনো এক ফ্রেমেই কাজ সারতে হয়।

ক্যামেরার কাঁপাকাঁপি

কয়েক সেকেন্ড ধরে ভিডিও করতে হয় তাই সামান্য হাত কাঁপলেই ছবিও কেঁপে যায়। যা দর্শকের বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সমাধান হয় যদি তেপায়ায় (ট্রাইপড) ক্যামেরা রেখে ভিডিও করা হয়। ট্রাইপড না থাকলে শরীরে যেন কোনো ঝাঁকি বা নড়াচড়া না ঘটে সেদিকে নজর দিতে হয়। শ্বাস-প্রশ্বাসের কারণে শরীর যতটুকু কাঁপে তাতেও ছবি দুলে যায়। তাই ভিডিও করার সময় দম বন্ধ রাখা, দু পা বেশ কিছুটা ফাঁক করে দাঁড়ানো, ক্যামেরা ধরা হাতের কনুই শক্ত কিছুর উপর ঠেকিয়ে রাখা এমন অনেক বুদ্ধি কাজে লাগানো যেতে পারে।

১৮০ ডিগ্রির সীমানা

রিপোর্টার আর বক্তা যখন মুখোমুখি কথা বলে তখন তাদের দুটো বিন্দু ধরে যে লাইন কল্পনা করা যায় তার যে কোনো এক পাশ থেকে ভিডিওর সব শট নিতে হবে। নয়তো বোঝা যাবে না কে কোনদিকে তাকিয়ে কথা বলছেন।

পাশের ছবি দুটো ১৮০ ডিগ্রির নিয়ম মেনে তোলা। এখানে আলোচকদের দৃষ্টি ফ্রেমের একই দিকে রয়েছে।

পাশের ছবি দুটো ১৮০ ডিগ্রির নিয়ম ভেঙে তোলা। এখানে আলোচকদের দৃষ্টি দুই ফ্রেমে দুই দিকে রয়েছে।

ফ্রেমে ইন-আউট

কোনো হেঁটে যাওয়া মানুষের ভিডিও করার সময় খেয়াল রাখতে হয় যেন লোকটা বাইরে থেকে ফ্রেমে ঢোকে আবার ফ্রেম থেকে বেরিয়ে যায়। খবরের ভিডিওতে একেকটা শট সাধারণত ৩/৪ সেকেন্ডের বেশি সময় ধরে দেখানো হয় না। কিন্তু এমন শট একটু দীর্ঘ হয়। কিন্তু ৮/১০ সেকেন্ডের বেশি সময় ধরে খবরের ভিডিও শট না নেওয়াই ভালো। তাই ইন-আউট দুটোই ভিডিও করা সম্ভব না হলে, অন্তত একটা দিক শ্যুট করার কথা মনে রাখতে হবে।

পরপর সাজানো শটের মিল

ভিডিওতে দেখানো পর পর শটগুলোর মধ্যে মিল না থাকলে দর্শক বিভ্রান্ত হয়। এই মিল নানা ভাবে করা হয়ে থাকে। মিড শটে যা ছিল, পরের ক্লোজআপে তারই কোনো অংশ দেখানো। আবার খেয়াল রাখতে হয় মিডশটে কোনো লোক যেদিকে তাকিয়ে ছিল, পরের শটে সেদিকেই যেন তাকিয়ে থাকে।

বাম পাশের ছবিতে যাত্রী উঠছেন। ডানের ছবিতে যাত্রী ভাড়া দিচ্ছেন। এভাবেও এক শটের সাথে পরের শটের মিল রাখা যায়।

ধরা যাক, একটা লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলছে। কিন্তু তার পেছনে একটা কবুতর বসে ছিল। পরের শট নেওয়ার আগে কবুতরটা চলে গেলে গোলমাল হয়ে যায়। তখন পরের শটে কবুতরটা যেখানে বসেছিল সে জায়গাটা যেন ফ্রেমে না আসে।

অনেক সময়ই বক্তার সব বক্তব্য খবরে দেখানো হয় না। মাঝখান থেকে কেটে কেটে ছোটো করতে হয়। তাই বক্তার বক্তব্য নেওয়ার সময় ফ্রেমে যা কিছু দেখা যায় সেগুলোরও আলাদা আলাদা করে শট নেওয়া ভালো। বক্তব্যের দুটি কাটা অংশের মাঝখানে সেই শট জুড়ে দিলে দর্শকের চোখে ধরা পড়ে না।

উপরের প্রথম ও শেষ ছবির বক্তব্যের মাঝখানে জোড়া দেওয়া হয়েছে। যেখানে অন্যজনের ছবি জুড়ে দেওয়া হয়েছে। পরপর শট সাজানোর এমন আরও অনেক কৌশল আছে।

ভিডিও খবরের উপাদান

ফুটেজ

ঘটনার যে ভিডিও করা হয় তাকে ‘ফুটেজ’ বলে। যেকোনো ভিডিও খবরের জন্য ফুটেজ খুব জরুরি। ফুটেজই দর্শককে ঘটনাস্থলে নিয়ে যায়। ফলে ফুটেজ যেন মানুষের মনে দাগ কাটে তার জন্য ভালো ভালো শট নিতে হয়। বিভিন্ন কোণ বা অ্যাঙ্গেল থেকে ভিডিও করলে তা দর্শকদের একঘেয়েমি দূর করে। তবে ঘন ঘন কোণ পরিবর্তন করলে দর্শকদের তা এলোমেলো মনে হতেও পারে।

পিটিসি

ইংরেজি ‘পিস টু ক্যামেরা’র সংক্ষেপ হচ্ছে ‘পিটিসি’। এটা হলো সেই শট যেটিতে ক্যামেরার লেন্সের দিকে তাকিয়ে রিপোর্টার তার বক্তব্য উপস্থাপন করে থাকেন। কোনো রিপোর্টের শুরুতে, মাঝে অথবা শেষে রিপোর্টার পিটিসি দিতে পারে। খবরের গল্পটি বলায় যেখানে বেশি সুবিধা সেখানেই পিটিসি দেওয়া যায়।

ভয়েস ওভার

টেলিভিশনের খবরের ফুটেজ দেখানোর সময় রিপোর্টারকে ঘটনাটা বলতে শোনা যায়। এটাকে ‘ভয়েস ওভার’ বলে।

মনে রাখা দরকার ভালো ভিডিও খবরে বিভিন্ন জন যে বক্তব্য দেয় সেখানে আবেগময়ী অথবা দর্শকের মনকে নাড়া দেয় এমন কথা রাখা উচিত আর রিপোর্টারের ভয়েস ওভারে থাকবে ঘটনার সাধারণ বর্ণনা ও তথ্য-উপাত্ত। আর ভয়েস ওভার স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা বলার ভঙ্গিতে দিতে হয়। কোন নাটকীয়তা বা আবৃত্তির ঢঙ তাতে থাকে না।

সাক্ষাৎকার ও বক্তব্য

ঘটনায় জড়িত বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের যে বক্তব্য নেওয়া হয় তাই 'ভক্সপপ'। ভক্সপপ শব্দটার অর্থ সাধারণ মানুষের মতামত। মনে রাখা দরকার শুধু সাধারণ মানুষের মতামত দিয়ে কোনো সংবাদ করলে সেটা পূর্ণাঙ্গ হয় না। মানে কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায় না।

সিদ্ধান্তে আসার জন্য আরেক ধরণের সাক্ষাৎকার দরকার পড়ে। যে ধরনের ঘটনা নিয়ে সংবাদ করা হচ্ছে সে বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকে এই সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। তারা ঘটনাটি সম্পর্কে দায়িত্বশীল বক্তব্য দিচ্ছেন বলে ধরে নেওয়া হয়। এটাকে 'বাইট' বলা হয়।

ঘটনা জানতে নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট প্রশ্ন করতে হবে। নয়তো যা জানতে চাওয়া হচ্ছে তার সঠিক উত্তর পাওয়া না-ও যেতে পারে। আর বক্তব্য ঠিকমত না পেলে প্রতিবেদন তৈরি করাই যাবে না।

সাক্ষাৎকার বা বক্তব্য ধারণ করার সময় বক্তা যেদিকে তাকিয়ে কথা বলছেন সেদিকে জায়গা বেশি রাখতে হয়।

খবরের ভিডিওতে যাদের সংলাপ দেখা যায় তারা মূলত রিপোর্টারকে সেসব বলে থাকেন। রির্পোটার কিন্তু ক্যামেরার লেন্স নয়। তিনি ক্যামেরার পাশে থাকেন। তাই সংলাপ নেবার সময় কেউ যেন লেন্সের দিকে না তাকিয়ে রিপোর্টারের দিকে তাকিয়ে কথা বলেন সে ব্যাপারে সচেতন থাকতে হয়।

ভিডিও খবরের সাধারণ কাঠামো

- সাধারণত খবরটি শুরু হয় রিপোর্টারের বর্ণনা দিয়ে
- এরপর ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট কয়েকজনের কথা যাকে ভক্সপপ বলে
- রিপোর্টারের বর্ণনা
- অভিজ্ঞজনের বক্তব্য যাকে বাইট বলে
- শেষে পিটিসি। তবে মনে রাখতে হবে রিপোর্টার কখনোই মন্তব্য করবে না। পিটিসিতে বক্তব্যের শেষে নিজের নাম, স্থান, হ্যালো ডট বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম বলতে হবে।

এছাড়া পারিপার্শিকতা ফুটিয়ে তুলতে ঘটনাস্থলের শব্দসহ ফুটেজ রিপোর্টের সংশ্লিষ্ট জায়গায় যুক্ত করা যেতে পারে।

প্রয়োজনে খবর অন্যভাবেও সাজানো যেতে পারে। তবে খুব আকর্ষণীয় ফুটেজ দিয়ে শুরু করলে দর্শককে আকর্ষণ করে। আর ঘটনাটা যেন ধারাবাহিকভাবে বলা হয় সেটাও খেয়াল রাখতে হয়।

নৈতিকতা

- ধর্ম, বর্ণ, জাতি, ধনী-দরিদ্র ইত্যাদির ভিত্তিতে কোনো শিশুকে হেয় করে কোনো সংবাদ করা যাবে না।
- অপরাধী শিশুর ভিডিওটিও এমনভাবে করতে হবে যেন তাকে চেনা না যায়।
- যৌন হয়রানির শিকার কোনো শিশু/ব্যক্তির পরিচয় ও ছবি প্রকাশ করা যাবে না।
- ছবি বা ভিডিও, কোনোভাবে পরিবর্তন বা বিকৃত করা যাবে না।
- বীভৎসভাবে কোন কিছু উপস্থাপন করা যাবে না।
- ভিডিওতে বাস্তবতাকে সঠিকভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করতে হবে।

এছাড়াও সাংবাদিকতায় নৈতিকতার আরও অনেক বিষয় আছে।

খ্যাতনামা টাইম ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে একবার আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ খেলোয়াড় ও জে সিমসনের ছবি কালো করে বিকৃতভাবে ছাপা হয়। এতে পত্রিকাটির বিরুদ্ধে বর্ণবাদী আচরণের অভিযোগ উঠলে তারা মাফ চায়।

হ্যালোতে লেখা, ছবি ও ভিডিও পাঠাব কীভাবে?

- hello.bdnews24.com-এ প্রকাশের জন্য যেকোনো কিছু পাঠাতে হয় এই ই-মেইলে: **hello@bdnews24.com**
- লেখা, ছবি অথবা ভিডিওর সঙ্গে প্রতিবারই **নাম, বয়স, জেলা, মোবাইল নম্বর** পাঠাতে হবে।
- তোলা ছবির সঙ্গে ছবির বিবরণ থাকতে হবে।
- ভিডিওর ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর বর্ণনা থাকতে হবে।
- ভিডিও পাঠানোর সময় জি-মেইলের মাধ্যমে গুগল-ড্রাইভে টেক্সট ফাইল ও ভিডিও ক্লিপগুলো রেখে hello@bdnews24.com ই-মেইলে শেয়ার করতে হবে। এছাড়া ই-মেইলে অ্যাটাচ করেও পাঠানো যেতে পারে।
- 'হ্যালো' থেকে যোগাযোগের প্রয়োজন হতে পারে, তাই মোবাইলটি সচল রাখা প্রয়োজন।

নোট

ISBN 978-984-93089-1-1
9 789849 308911

সাংবাদিকতার সহজ পাঠ